بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৪শে মে, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় খিলাফতের আশিস ও কল্যাণরাজি এবং এ সম্পর্কিত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত কতিপয় ঈমান-বর্ধক ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা হলো, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.) কৃত ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী ইসলামের সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন আর তাঁর জামা'তেই ঐশী খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই, এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার দিন অর্থাৎ প্রতি বছর ২৭শে মে আমরা সকল জামা'তে খিলাফত দিবস পালন করে থাকি।

১৯০৮ সালের ২৬শে মে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর ২৭শে মে তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) খিলাফতের আসনে আসীন হন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র হাতে জামা'ত ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রায় বায়ান্ন বছর তিনি এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তাঁর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) খলীফা মনোনীত হন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র খিলাফতকালের সূচনা হয়। তিনি বিরোধিতার কারণে পাকিস্তান থেকে ইংল্যান্ডে হিজরত করেন আর এরপর জামা'ত অনবরত উন্নতি করতে থাকে এবং বিস্তৃত হতে থাকে। প্রত্যেক খিলাফতের সময় শত্রুরা জামা'তকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা খলীফাদের বলীষ্ঠ নেতৃত্বে জামা'তকে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি প্রদান করেছেন। অনুরূপভাবে বর্তমানে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পঞ্চম খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হুযূর (আই.) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন, **'আমার অসংখ্য দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা অকল্পনীয়ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন এবং জামাতের উন্নতির এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। অনেক দেশে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠা হয়েছে।'**

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং খিলাফতকে সাহায্য করার দৃশ্য প্রদর্শন করে পুণ্যবান লোকদেরকে খিলাফতের প্রতি আকৃষ্ট করছেন। খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে নিষ্ঠাবানদের জামা'ত প্রতিষ্ঠার উপরকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং এখনও করছেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা কখনোই স্বীয় প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করবেন না আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীও বৃথা যাবে না। আমরা সেই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, যারা মহানবী (সা.)-এর **'খিলাফাত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত'** তথা "নবুয়্যতের পদ্ধতিতে প্রবর্তিত খিলাফত" সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখছি। অতএব, যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই মহানবী (সা.)-এর

নিবেদিতপ্রাণ দাসের জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'আমি খাতামুল খুলাফা। এখন যে-ই আসবে, তাঁকে আমার অনুসরণেই আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের মর্যাদায় ভূষিত করবেন। এখন জাগতিকভাবে যে যত চেষ্টাই করুক না কেন খিলাফত ব্যবস্থাপনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।'**

তিনি (আ.) নিজের মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী সময়ে খিলাফত ব্যবস্থাপনার সুসংবাদ দিয়ে বলেন, **" মোটকথা তিনি (আল্লাহ্) দু'ধরনের 'কুদরত' (বা ক্ষমতার) স্বরূপ প্রকাশ করে থাকেন। প্রথমত, স্বয়ং নবীদের মাধ্যমে তিনি নিজের ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, এমন এক সময়ে, যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী দেখা দেয় আর শত্রুপক্ষ মাথাচাড়া দেয় আর মনে করে এবার (নবীর) সকল কর্মকাণ্ড ভেস্তে যাবে আর এ জামা'ত এখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে তারা নিশ্চিত হয়ে যায়। জামা'তের সদস্যরাও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে আর কিছু সংখ্যক হতভাগা মুরতাদ হবার পথ বেছে নেয়। খোদা তা'লা তখন দ্বিতীয়বার নিজের মহাকুদরত বা ক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন।**

তিনি (আ.) আরও বলেন, **সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমার চলে যাবার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত'কে প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে। যেভাবে 'বারাহীনে আহমদীয়ায়' খোদার প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত, আমার নিজের সম্বন্ধে নয়। খোদা তা'লা বলেছেন, میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دونگا۔ ('ম্যাঁয় ইস্ জামা'তকো জো তেরে প্যেরাও হ্যাঁয় কিয়ামত তাক দুসরোঁ পার গালাবা দুঁঙ্গা)'। [অর্থাৎ 'তোমার অনুসারী এ জামাতকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিব'।] অতএব, তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই যুগ আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির যুগ। আমাদের খোদা অঙ্গীকার পূর্ণকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এর সবই তিনি তোমাদের পূর্ণ করে দেখাবেন।"**

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক খিলাফতের যুগে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জামা'তকে ক্রমশ উন্নতি দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত দেশের লোকদের হৃদয়ে, যারা কখনোই খলীফাকে স্বশরীরে দেখেননি তাদেরকে স্বয়ং পথনির্দেশনা প্রদান করতঃ খিলাফতের ছায়াতলে নিয়ে আসছেন। **আজ আমি এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করব যার মাধ্যমে খিলাফতের সাথে খোদা তা'লার সমর্থনের বিষয়টি এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের দৃশ্য সুস্পষ্ট হয়।**

বুরকিনা ফাসোর মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন, আমাদের এখানে প্রথম এমটিএ লাগানো হলে লোকেরা এর মাধ্যমে প্রথম যখন যুগ খলীফাকে দেখেন তখন তাদের চোখ ছিল অশ্রুসজল এবং তাদের চেহারা থেকে আনন্দ উপচে পড়ছিল। কিছুদিন পর সেখান থেকে একটি প্রতিনিধিদল আসে এবং এমটিএ'র জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলে যে, এমনিতে তো আমরা যুগ খলীফার

সাথে স্বাক্ষাতের জন্য যেতে পারি না, কিন্তু এমটিএ'র পর্দায় যুগ খলীফাকে দেখে আমাদের চোখ স্নিগ্ধ হয় এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। এখন এটি আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে গেছে যে, এমটিএ'র মাধ্যমে আমরা যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করি।' এভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে আমার জন্য গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করছেন, যারা কখনও আমার সাথে স্বাক্ষাতও করেনি।

গাম্বিয়া থেকে আমীর সাহেব লিখেছেন, একজন মোটর মেকানিক সাম্বা সাহেব কাকতালীয়ভাবে এমটিএ'তে আমার খুতবা বা কোনো বক্তৃতা শুনে বলেন, নিঃসন্দেহে তাঁর সাথে খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন রয়েছে। এরপর তিনি তার পরিবারের ১৪জন সদস্যকে নিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তার ব্যবসায় লোকসান হচ্ছিল, এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করেন। তিনি বলেন, এ সবকিছু হয়েছে আহমদীয়াতের কল্যাণে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আহমদীয়াত অন্ধকারের জন্য এক প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায়।

জার্মানির সেক্রেটারী তবলীগ লিখেছেন, জার্মানিতে বসবাসকারী এক আরব বন্ধু তার তবলিগী স্টলে আসেন জার্মান ভাষায় অনূদিত কুরআন নেয়ার জন্য। সে সময় তিনি তার ফোন নাম্বার দিয়ে যান। জার্মান জলসায় তাকে নিমন্ত্রণ করা হলে তিনি জলসায় যোগদান করতে অপারগতা জানিয়ে তার ভাই এবং আরেকজন আত্মীয়কে পাঠিয়ে দেন। তার ভাই আমার বক্তৃতা শুনে বলেন, **এই ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে খোদা তা'লার সমর্থনপুষ্ট অর্থাৎ খোদা তা'লা তার হৃদয়ে খিলাফতের সত্যতা প্রোথিত করে দেন। অতঃপর তিনি সে রাতেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।** অন্য আরেক আত্মীয় যিনি এসেছিলেন তিনি সেদিন বয়আত করেননি, বরং জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। আমার সাথে যেদিন আরবদের স্বাক্ষাৎ ছিল সেখানে তার মনে কাফির সম্পর্কিত যে প্রশ্ন ছিল তা আরেকজন আরব বন্ধু করে ফেলেন। তখন আমি এর বিস্তারিত উত্তর প্রদান করি। এই উত্তর শুনে তিনি প্রশান্তি লাভ করেন এবং পরদিন তিনি বয়আতের অনুষ্ঠানের পূর্বেই বয়আত ফরম পূরণ করে জামাতভুক্ত হন।

ক্যামেরুনের একটি পরিবারের ৮জন সদস্য এমটিএ দেখে বয়আত করেন। **তাদের বক্তব্য হলো, এমটিএ আমাদের সন্তানদের জীবন-ধারা পাল্টে দিয়েছে আর ধর্ম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।** তাদের মাঝে এক যুবক আব্দুর রহমান যিনি ও-লেভেল করছেন। তিনি আমার খুতবা গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনেন। তিনি প্রত্যেক জুমুআ'র দিন স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে খুতবা শোনেন। তিনি বলেন, **আমি স্কুল ছাড়তে পারি কিন্তু খুতবা ছাড়তে পারব না।** এই হলো তার ঈমান। তিনি বলেন, **খুতবা শোনার ফলে আমার ঈমান ও জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়।** পূর্বে যত মন্দ কাজ করতাম এখন তা সবই পরিত্যাগ করেছি। এভাবেই তারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অঙ্গীকার পূর্ণ করছে।

কিরগিজস্তানের সুলতান সাহেব বলেন, আমার পুত্র এবং স্ত্রী পূর্বেই বয়আত করেছিল, কিন্তু আমি বয়আত করিনি। **এরপর ২০১৭ সাল থেকে আমরা ১২ কি. মি. দূরে জামাতের মিশন হাউসে জুমুআর নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যেতাম। সে সময়টাতে গাড়িতে আমরা হুযূরের খুতবার**

রেকর্ডিং শুনতাম। এর ফলে আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয়। অতঃপর ২০২২ সালে পবিত্র রমযান মাসের শেষে ঈদের দিন আমি বয়আত করি।

গিনি বিসাউ এর উসমান বাল্টে সাহেব একজন নবাগত আহমদী। তিনি যখন জানতে পারেন, তার আত্মীয়রা অনেকে আহমদী হচ্ছেন। তখন তিনি বেশ কিছু মৌলভীকে একত্রিত করে বিরোধিতার উদ্দেশ্যে সেই এলাকায় নিয়ে আসেন। তাকে বলা হয়, বিরোধিতা করতে চাইলে করুন কিন্তু প্রথমে আমাদের অনুষ্ঠান দেখে নিন। তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে বলা হয়। তখন এমটিএ'তে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা চলছিল। **আমরা তাকে খুতবা শোনার আহ্বান জানাই। মৌলভীরা না আসলেও তিনি এমটিএ দেখতে আসেন। প্রথমে কিছুক্ষণ শুনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এরপর খুতবা শুনতে শুনতে সময়ের কথা ভুলে যান আর পুরো খুতবা শোনার পর বলেন, যেমনটি আমি শুনেছিলাম! আহমদীয়া জামা'ত কাফির হতে পারে না, কেননা আপনাদের খলীফা তো মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের জীবনী বর্ণনা করছেন। কোনো কাফির জামা'ত এরূপ করতে পারে না। এরপর তিনি বিরোধিতা ছেড়ে পুরো পরিবার সহ বয়আত করেন।**

নাইজেরিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, (এখানে) এমটিএ দেখার জন্য বিভিন্ন স্থানে ডিশ লাগানো হয়, মানুষজন আগ্রহভরে খুতবা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে থাকে। এক ভদ্রলোক বলেন, আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে আমার অনেক আপত্তি ছিল এবং হৃদয় কোনোভাবেই আশ্বস্ত হচ্ছিল না। **কিন্তু জামা'তের ইমামের খুতবা শোনার পর অলৌকিকভাবে আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। আমি প্রকৃত ইসলাম খুঁজে পেয়েছি এবং আমার সব ধরনের আপত্তি দূর হয়ে গেছে আর এখন আমি জামাতে যোগদান করেছি।**

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত এ ধরনের আরও বেশ কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনার পর হুযূর (আই.) বলেন, **'যেসব ঘটনা আমি বর্ণনা করেছি এর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ, ঐশী সাহায্য প্রকাশিত হবে- তা পূর্ণ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের হৃদয় উন্মোচন করছেন। অ-আহমদীদের হৃদয়ে আহমদীয়া খিলাফতের সুপ্রভাব পড়ছে। পুণ্যস্বভাব বিশিষ্ট লোকেরা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। আহমদীয়া খিলাফতের বিগত ১১৮ বছরের ইতিহাসের প্রতিটি দিন একথার সাক্ষী বহন করছে যে, আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতে আহমদীয়াকে সাহায্য করছেন আর জামা'ত প্রতিনিয়ত উন্নতি করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও তাঁর কৃপায় আমার দায়িত্ব উত্তমরূপে পালনের তৌফিক দিন এবং প্রত্যেক আহমদীকে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে এই ঐশী খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দিন। আর তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছে তা যথাযথভাবে পালনের তৌফিক দিন এবং খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খোদা তা'লার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হোক এবং জগদ্বাসী সর্বত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা উড্ডয়নের দৃশ্য অবলোকন করুক।'**

পরিশেষে হুযূর (আই.) দু'টি গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষনা প্রদান করেন।প্রথমত, কানাডা প্রবাসী চৌধুরী নসরুল্লাহ্ খান সাহেবের, যিনি সম্প্রতি ৯০বছর বয়সে ইন্তেকাল

করেছেন। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের করাচী নিবাসী মুকাররম কৃমর ইদ্রিস সাহেবের, উনিও সম্প্রতি ৯০বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং পরিশেষে দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের সকল সৎকাজকে ধরে রাখার তৌফিক দিন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)